আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদন্ড, একজনের ২ বছর জেল

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রীকে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা মামলায় তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড ও এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া একজনকে ২ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর দণ্ডিতদের বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে নেওয়া হবে।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলেন চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার আসান নগর গ্রামের ক্লাবপাড়ার বজলুর রহমানের ছেলে সাহাবুল হক(২৪) ও একই গ্রামের শেষপাড়ার পিন্টু রহমানের ছেলে রাজিব হোসেন (২৫), আসাননগর গ্রামের মাঝেরপাড়ার মাসুদ আলীর ছেলে বিদ্যুৎ আলী (২৩)। আসাননগর গ্রামের স্কুলপাড়ার তাহাজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল হোসেনকে
(২৩) ২ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন।

মামলার ও এজাহারের বিবরণ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ায় বৃদ্ধ নজির মিয়া ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন বসবাস করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ২০২২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে খাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। ওই দিন রাতে যে কোন সময় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারপাড়ার নজির মিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে চুরির উদ্দেশ্য। প্রথমে নজির মিয়াকে গোসল খানার ভেতর হাত-পা বেধে জবাই ও কুপিয়ে হত্যা করে। পরে তার স্ত্রীকে ঘরের ভেতর জবাই করে হত্যা করে।

নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন ২৪ সেপ্টেম্বর সকালে বাবা-মায়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল দিলে বন্ধ পায়। পরে ঘটনাস্থলে মেয়ে ও জামাই এসে দেখে রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে ডালিয়ারা পারভীন বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের আসামি করে আলমডাঙ্গা থানায় ২৫ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা

মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব উদ্দীন তদন্ত শেষে হত্যায় সরাসরি জড়িত সাহাবুল হক, রাজিব হোসেন, বিদ্যুৎ আলী ও ভিকটিমের মোবাইল কেনায় জড়িত শাকিল হোসেনের নামে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন বলেন, ৩৭ জন সাক্ষীর মধ্য ১৯ জনের সাক্ষ্য শেষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. মাসুদ আলী আসামির উপস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে রায় ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মনিরকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত মনির দর্শনা পৌরসভার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হাজী পাড়ার আবু বাক্কার ছেলে।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএমের নেতৃত্বে, ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ, ফেরদৌস ওয়াহিদের সংবাদের ভিত্তিতে এস আই ওহিদুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনিরকে গ্রেফতার করে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জিন্নাতপুর টু মাখালডাঙ্গা মাঠের মধ্যে খোদাবক্সের জমির সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ অভিযানে তার কাছ থেকে ৪ হাজার পিচ ট্যাপেনডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা হয়েছে। আজ মনিরকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা উদ্যোগে ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় শহরের একাডেমি মোড় সারা ভবনে বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাফুজুর রহমান মঞ্জু। এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ নিয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। সেইসাথে একজন নাগরিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল বলেন, বাংলাদেশের সকল স্তরের নাগরিক যাতে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা নিয়েছিলাম। আমরা মনে করি বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আমরা সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে সফল হয়েছি ।

আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। সেই নারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তা আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। পুরো প্রশিক্ষণ জুড়ে আমরা ৪৫ শতাংশ নারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সমাজ সেবা কার্যালয়ে উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ ও সহকারী পরিচালক আবু তালেবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে তুহিন ও সুরাইয়া অভিব্যক্তি করেন বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেকে অনলাইন ব্যবসা করছি এবং কেউ চাকুরী করছি।

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ২ টি ব্যাজে ৬০ জন ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ৩টি ব্যাজে ৯০ জন শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মাটি কাটার অপরাধে ইউপি সদস্যকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগে ইউপি সদস্যকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শরিফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ কুমারী গ্রাম এলাকা থেকে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। ইটভাটায় মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাক্টর। এতে ট্রাক্টরে পরিবহনে সড়কে কাঁদামাটি পড়ে জনসাধারণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে কুমারী ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সড়াবাড়ীয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রী মালিহা খাতুন (৮) মারা গেছে। মৃত মালিহা খাতুন সাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে এবং ওই গ্রামের কাওমি মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ সোমবার (১ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে সড়াবাড়ীয়া গ্রামের রেজাউল ইসলামের পুকুরের ধারে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলা করছিল। সকলের অলক্ষে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ দিন বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন মৃত অবস্থায় পুকুরের পানিতে লাশ ভাসতে দেখে। এ সময় তারা লাশটি উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,

মেয়েটি পুকুরের ধারে খেলছিলো। খেলতে খেলতে পুকুরের ভিতর পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদার নতিপোতা আদালতের আদেশ অমান্য করে জোর পূর্বক ঘর নির্মান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতার ইউনিয়নের কালিয়া বকরি গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে জোর পূর্বক ঘর নির্মানের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কালিয়া বকরি গ্রামে সহিরদ্দী মন্ডলের ছেলে আজিমুদ্দীনের শরিকানা জমি জোর পূর্বক একই গ্রামের ক্ষুদার্ত বক্সের ছেলে হারুন জোর করে দখল করে ঘর নির্মান করছে। হারুনের শরিকানা জমি ৪১ নং রুদ্রপুর মজার ২৬৭০ দাগে হলেও তিনি ২৬৭১ দাগে ১৪৩ নং খতিয়ানে আজিমুদ্দীনের ২ শতক ভিটা জমি দখল করে ঘর নির্মান করছে।আজিমুদ্দীনের ভাই মজিবার জানান আমার ভাই বাইরে থাকে সে তার অংশের জমি ফেলে রেখেছে এ সুযোগে হারুন জমিটি জোর করে দখলে নিয়ে ঘর করছে।

এ ঘটনায় আজিমুদ্দীনর স্ত্রী ছালমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। যার পিটিশন নং ২৮৩/২৩। বিজ্ঞ আদালত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে নালিশি জমিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা আদেশ প্রদান করলে হারুন গং জোর পূর্বক জমিটি দখলে নিয়ে ঘর নির্মান করছে। এতে করে জমি টকে কেন্দ্র করে যে কোন মূর্হুতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। মজিবার জানান হারুন সহ তার ছেলে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। আমরা চরম আতংকে দিন পার করছি। তারা যেকোন মূর্হতে আমাদের বড় ক্ষতি করতে পারে।

এ বিষয়ে হারুনের সাথে কথা বললে তিনি হুমকির বিষযটা অস্বীকার করেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে ঘর নির্মান করায় তদন্ত

সাপেক্ষে হারুনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় প্রকাশ্যে ইটভাটা পুড়ছে বনজ কাঠ, প্রশাসন নির্বিকার

আইনের তোয়াক্কা না করে আলমডাঙ্গার ইটভাটাগুলোতে অবাধে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের গাছ কেটে এসব কাঠ সংগ্রহ করায় হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। এর মধ্যে অধিকাংশ ইটভাটারই লাইসেন্স নেই। এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রশাসনের তেমন তৎপরতাও নেই। এছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে এসব অবৈধ ভাটায় মাটি পরিবহন করা হচ্ছে। এতে কোটি কোটি টাকার নির্মিত সরকারি রাস্তা গুলো ভেঙে গর্তে পরিণত হয়েছে। ধুলোবালিতে সড়কগুলো পাশের বসতবাড়িতে রং পরিবর্তন হয়ে হলচে ধারণ করছে। এসব অবৈধ ইটভাটায় দীর্ঘদিন কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হলেও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামস্থ প্রধান সড়কের পাশে জাবর ও চান্দালীর ইটভাটা রয়েছে। এছাড়া কুমারী ইউনিয়নের গেটবন্ডবিল এলাকায় বাবু মুন্সিরও ইট ভাটা রয়েছে। এই তিনটি ইটভাটা বছরের পর বছর প্রকাশ্যে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ালেও পরিবেশ অধিদপ্তর নিরব ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রশাসনও এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

এবিষয়ে ফরিদপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুকে তারা অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব ইটভাটা গুলো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবৈধ ট্রাক্টরে শত শত গাড়ি মাটি পরিবহন করে। এতে সড়কে কাদামাটিতে রাস্তায় যাতায়াতে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গাড়ি চলাচলে অনেকে

দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

বাড়াদি গ্রামের আব্দুল জব্বার জানান, গেটবন্ডবিল এলাকার বাবু মুন্সীর ইটভাটার অত্যাচারে অতিষ্ট পথচারীরা। একদিকে অবৈধ ট্রাক্টরের উৎপাত। অন্য দিকে কাঠ পোড়ানো দুর্গন্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়াও কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। সড়কে পড়ে থাকা কাঁদামাটি হালকা বৃষ্টিতে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। উপজেলা প্রশাসনকে একাধিকবার মৌখিক অভিযোগ করলেও কোন সুরাহ মেলেনি।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যানে পৌর শহরে তীব্র যানজট ; ভোগান্তি

রমজান মাসকে ঘিরে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বেড়েছে খুচরা ক্রেতা- বিক্রেতা ও অবৈধ যানবাহনের আনাগোনা। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাপড়, কসমেটিকস ও জুতা স্যান্ডেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকান পাট খোলা রয়েছে। সে কারণে শহরের তিন কিলোমিটার সড়ক জুড়ে যানজটের ভোগান্তিতে পড়েছে স্থানীয় লোকজন। তবে সড়ক সংকুচিত ও অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচলকে দায়ি করছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পৌর শহরের হাইরোড সহ বিভিন্ন এলাকার সড়কগুলো সরু। সাধারণ মানুষের জন্য পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো ফুটপথ হিসেবে ব্যবহার করেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের সামনের অংশ ব্যবহার করছেন। একারণে ক্রেতারা তাদের গাড়ি সড়কের পাশেই দাঁড় করিয়ে কেনাকাটা করেন। এতে ফুটপথ ব্যবহারকারীদের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অবৈধ স্টান্ড। এসব সড়কে মালবাহী ট্রাক কিংবা প্রাইভেট কার প্রবেশ করলেই দীর্ঘ যানজটে পরিণত হয়। সড়ক সংকুচিত হলেও প্রতিদিন বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলতায়েবা মোড় থেকে

চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার সড়কের দু’পাশে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভদের মোটরসাইকেলের লম্বা সারি। এছাড়া স্বাধীনতা স্তম্ভ হতে চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের পাশে ফুটপথ দখল করে চায়ের দোকান, মোটরসাইকেল গ্যারেজ, কনফেকশনারী ও ফাস্টফুড এবং সাইকেল ও ক্রোকারিজের দোকান মালিকেরা তার সামনের অংশ দখল করে রেখেছে। একই চিত্র মাছ বাজার, হলুদপট্টি, কাপড়পট্টি, হাজী মোড় হতে লালব্রীজ সড়ক। এছাড়া শহরের তিনটি প্রবেশদ্বারে রয়েছে অবৈধ যানবাহন নসিমন-আলমসাধু, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক ও ভ্যানগাড়ি। এক স্থানে তিন যানবাহনের স্টান্ড হওয়ায় বিভিন্ন সময় সড়কে যাতায়াতে মোটরসাইকেল আরোহী সড়ক দুর্ঘটনার সম্মূখিন হন।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই যানজটে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। পৌরসভার উন্নয়ের আশা দিয়ে মেয়র নির্বাচিত হলেও পরে তাদের খোঁজখবর থাকে না। পৌরবাসীর ভাগ্য বদল হয় না। ব্যাটারি চালিত ভ্যান কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। এ শহর দিনের পর দিন আরো যানজটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় একটি দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শহরের সিএন্ডবি পাড়া থেকে পিকআপটি জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান পাচার হবে। এমন তথ্য পেয়ে শহরের সিএন্ডবি পাড়ায় অভিযান চালায় সদর থানা পুলিশের এসআই মেফাউল হাসান। এসময় সন্দেহজনক একটি পিকআপ সড়কের পাশে দুর্ঘটনাকবলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে ওই পিকআপটি জব্দ করে বিশেষ কায়দায় লুকানো ৭৭০ বোতল

ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মহেশপুর-চৌগাছা সড়কে নসিমনের চাপায় চালকের মৃত্যু

নসিমনের নিচে পড়ে বিশারত আলী (৫৫) নামের এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার মহেশপুর-চৌগাছা সড়কের ফাসতলা নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। বিশারত আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের সিয়াম আলীর ছেলে।

জানা গেছে, বিশারত আলী বিছলি (ধানের খড়) কেনার জন্য চৌগাছায় যাচ্ছিলেন। ফাসতলা এলাকায় পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার নসিমন রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে। এ সময় নসিমনের নিচে তিনি চাপা পড়েন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে চৌগাছা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বর্তমানে লাশ চৌগাছা উপজেলা সরকারি মডেল হাসপাতাল থেকে এনে তার নিজগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুর কবরস্থানে দাফন কাজ শেষ করা হয়েছে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকার লোকজনের মাঝে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। সচেতন মহল এই রূপ সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।